PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS
Diplomat Center, 820 2nd Avenue (4th floor), New York, NY 10017
Tel: (212) 867-3434 • Fax: (212) 972-4038 • E-mail: bdpmny@gmail.com
Web site: www.un.int/bangladesh

প্রেস রিলিজ

'এনআরবি এনগেজমেন্ট: দ্য ওয়ে ফরোয়ার্ড' শীর্ষক সেমিনার

প্রবাসীদের মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান

নিউইয়র্ক, ১৪ জুলাই ২০১৯ :

দেশের উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণ জোরদার করার লক্ষ্যে আজ নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে "এনআরবি এনগেজমেন্ট: দ্য ওয়ে ফরোয়ার্ড" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের আয়োজনে এই সেমিনারটিতে সহ-আয়োজক ছিল এটুআই, কেবিনেট ডিভিশন, আইসিটি ডিভিশন, ইউএসএইড, ইউএনডিপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থা ব্রিজ টু বাংলাদেশ ।

অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে যোগদান উপলক্ষে নিউইয়র্ক সফররত বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান এমপি । বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন ও নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মিজ্ সাদিয়া ফয়জুন্নেছা ।

সেমিনারটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রিজ টু বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আজাদুল হক । তিনি প্রবাসীগণ কিভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবেন তার গেটওয়ে সংক্রান্ত একটি পোর্টাল প্রদর্শন করেন । প্রবাসীদের মেধা দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজে লাগাতে এই প্লাটফর্মকে কাজে লাগানোর অনুরোধ জানান জনাব আজাদুল হক ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন । আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য নেতৃত্বে আমরা আজ উন্নয়নের মহাসড়কে উপনীত হয়েছি । বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়" ।

কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন তিনি । মন্ত্রী বলেন, "বাংলাদেশ আজ কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ । চাল, ডাল, সবজি মাছ মাংসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদনে আমরা উদাহরণ সৃষ্টি করেছি" ।

এশিয়ান ডেভোলপমেন্ট ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্যের উদ্বৃতি দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "এডিবির হিসাব মতে বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ" ।

দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এক কোটিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশী প্রবাসে থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন । রেমিটেন্স প্রেরণ করছেন যা আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি" ।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে । প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আপনারা দেশে বিনিয়োগ করুন, আপনাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজে লাগান । সরকার আপনাদের নিরাপত্তা, জ্বালানী, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ সকল ধরণের সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত" । বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাসহ বিনিয়োগের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রবাসীদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী যে উদারতা নিয়ে কাজ করছেন তা উল্লেখ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী ।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন প্রবাসে বসবাসরত প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিকগণের জ্ঞান, মেধা ও অর্জিত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আজকের বাংলাদেশ আর সেই 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দেওয়া বাংলাদেশ নয় । আজকের বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের উদাহরণ সৃষ্টিকারী এক উন্নয়নশীল দেশ । রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত শিল্প-সমৃদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে অদম্য গতিতে" ।

বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এসকল প্রবাসী পেশাজীবিগণকে তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিঙ্কস্সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের পাশে এসে দাড়াঁনোর আহ্বান জানান । তিনি বলেন, "বাংলাদেশের বিশেষ

করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু-কিশোর ও তরুনদের এমনভাবে প্রযুক্তিগত জ্ঞানে বড় করে তুলতে হবে যাতে তারা লিপফ্রগিং অর্থাৎ কয়েক ধাপ অতিক্রম করে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে শিখে। আর এক্ষেত্রে প্রবাসীরা এগিয়ে আসতে পারেন কারণ আপনারা এমন পরিবেশে বসবাস করছেন যেখানে প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সর্বশেষ নির্যাস রয়েছে"।

রাষ্ট্রদূত মাসুদ রেমিট্যান্স প্রেরণ ও বিনিয়োগ ছাড়াও বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের অসমান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার আওতায় বাংলাদেশে 'দক্ষিণ-দক্ষিণ জ্ঞান ও উদ্ভাবন কেন্দ্র' স্থাপন করার বিষয়ে বুয়েন্স আইরেসে বাপা+৪০ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি'র ইকোনমিক মিনিস্টার মো: শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারি বলেন, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসার এখনই উপযুক্ত সময়। কারণ দেশে এখন বিনিয়োগসহ প্রবাসী অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। বাংলাদেশে যে অদম্য উন্নয়ন পরিক্রমা চলছে তাতে প্রবাসীগণ অংশগ্রহণ করে দেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রবাসীদের কল্যাণ ও সেবা এবং বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল মিজ্ সাদিয়া ফয়জুন্নেছা। তিনি বাংলাদেশে থাকা প্রবাসীদের সম্পদ বিক্রি করে বিদেশে অর্থ আনার পরিবর্তে তা দেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ বিরাজ করছে মর্মে উল্লেখ করে তিনি প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগে আরও এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনির চৌধুরী এটুআইসহ বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারতা, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ, বেজা, বেপজা, হাই-টেক পার্ক ও ডিজিটাল বাংলাদেশের বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করে প্রবাসীরা দেশের উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখতে পারেন তা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জাতিসংঘ উইং-এর অতিরিক্ত সচিব ও এনআরবি টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক মিজ্ সুলতানা আফরোজ। তিনি উপস্থিত বিভিন্ন পেশার প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "প্রবাসী বাংলাদেশীগণের বিনিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য বাংলাদেশে এনআরবি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর আওতায় আমরা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার-অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসীদের সংগঠিত করে দেশের উন্নয়নে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি"। তিনি এক্ষেত্রে এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজধানী ঢাকায় নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত সেমিনারসমূহের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানটিতে রাজধানী ঢাকায় নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের অংশবিশেষ এবং সম্মেলনের সারাংশ উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটির মতবিনিময় অংশে সাংবাদিক রাজনীতিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পেশার প্রবাসী বাংলাদেশী বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং আয়োজকগণ এসকল প্রশ্নের উত্তর দেন।

দিনব্যাপী আয়োজিত সেমিনাটির পরবর্তী অংশে 'সাসটেইনঅ্যাবল এনার্জি: দ্য ওয়ে ফরোয়ার্ড ফর বাংলাদেশ' শিরোনামে আরেকটি সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয় যেখানে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইডকল ও বিটুবি আয়োজিত এই ইভেন্টে প্রদত্ত বক্তব্যে জ্বালানী উপদেষ্টা প্রবাসী উদ্যোক্তাদের সামনে জিরো ওয়েস্ট (waste) কনসেপ্ট এর আওতায় বাংলাদেশে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব নতুন শহর গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে মেধাভিত্তিক বিনিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। তিনি দেশের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

উভয় অনুষ্ঠানেই প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত বিপুল সংখ্যক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

***